দুর্নীতি: রাজনৈতিক অর্থনীতির সামাজিক সমস্যা

। ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ

বৈষম্য এবং দুর্নীতি পরস্পরের পরিপূরক। এক অন্যের উপায় ও উপলক্ষ। বিশ্বস্ততার মধ্যে হলেও খোদ দুর্নীতির সংজ্ঞা সঙ্কলিত দুর্নীতি হতে পারে। যে ব্যাখ্যা নিজের মনঃপূত নয়, যে বয়ান নিজের জেদ-বুদ্ধি-জ্ঞানকে কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, যে বর্ণনার নিজের ধ্যান-ধারণার আশ্রয়-প্রশ্রয় পায় না, সংজ্ঞায়নে সূক্ষ্মেশল তা এড়িয়ে চলাও এক ধরনের দুর্নীতি। চিন্তা থেকে কাজের উৎপত্তি। যে কর্মকাণ্ড নৈতিকতাবিবর্জিত, সুশাসন, স্বচ্ছতা আর জবাবদিহি যেখানে শুধুশুধু অবগুণ্ঠন, যা সম্পাদনের দ্বারা অন্যের মৌলিক অধিকার হরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন, বঞ্চনা ও বৈষম্যের পরিবেশ সৃষ্টি হয়—তাই দুর্নীতি। সুতরাং ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া (কজ অ্যান্ড ইফেক্ট) উভয়ের মধ্যেই দুর্নীতির উপস্থিতি লক্ষণীয়। চিন্তাভাবনায়, পরিকল্পনায়, সম্পাদনে, ফলাফলে, প্রতিফলনে সর্বত্র ন্যায়নীতিভিত্তিকতার অনুপস্থিতির মতোই দুর্নীতির আদি অকৃত্রিম অভিধান। দুর্নীতি শুধু দৃশ্যমান অন্যায়-অনিয়ম, অর্থ আত্মসাৎ, তহবিল তছরুপ, ক্ষমতার অপব্যবহার, সম্পদের অপচয়, প্রত্যয়ণায় সীমাবদ্ধ নয়; দুর্নীতির ষড়যন্ত্রক্ষেত্র দুর্নীতির অনভিপ্রেতত্ব করার বিধান রয়েছে। যে পরিবেশে দুর্নীতি সংঘটিত হয়ে থাকে সেই পরিবেশকে এবং সেই পরিবেশ সৃজনকারীকেও দুর্নীতির এন্তারভুক্ত করা যেতে পারে। নীতি ও নৈতিকতার অভাবে ভৌত ও আত্মিক ক্ষয়ক্ষতি, অপচয়, অপব্যয়, আত্মসাৎ, তছরুপ, চিন্তাকর্ম, ধ্যানে-জ্ঞানে অন্যায়ের কাছে আত্মসমর্পণ সবই দুর্নীতি। দুর্নীতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ ব্যাপক যেমন প্রতিষ্ঠিত সত্যকে অস্বীকার, প্রচলিত নৈতিক ধ্যান-ধারণাকে এড়িয়ে চলা, মানসিকভাবে প্রতিশ্রুতিভঙ্গতা, স্বচ্ছতা ও সুশাসনের অভাব, চিন্তাভাবনায় একদেশদর্শিতা, অসদাচরণ, অসততা, অসতর্কতা, অসদাচার, অনুচিত, অশোভন, অনভিপ্রেত, অন্যায়, দলীয়করণ ও পক্ষভুক্তকরণ, নিষ্ঠুর আচরণ, স্বজনপ্রীতি—সবই দুর্নীতির সংস্রবে শরিকানাভুক্ত।

মানবজীবনে দুর্নীতির সূত্রপাত সেই স্বর্গবাসের কাল থেকে। আদি পিতা-মাতা শয়তানের প্ররোচনার শিকার হয়ে বিধাতার নির্দেশনা অমান্য করেছিলেন। বোধি (জ্ঞান) বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার মতো অবৈধ কাজের প্রতি তাদের মনে আগ্রহের বীজ বপন করে দিয়েছিল যে শয়তান (মন্দ প্রবণতা) সে এখনও সক্রিয়, সর্বদা-সর্বত্র তার তৎপরতা। বৈষয়বে চাইতে অবৈধতার প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টির ষড়যন্ত্র সর্বজনীন। আর এই ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেওয়াই দুর্নীতি। মানুষের অবিবেচ্যয় প্রধানতা স্বরূপ প্রবণতা সুযোগ পেলে অবৈধতার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। মানবমনে নৈতিক ও অনৈতিক শক্তির নিরন্তর লড়াই চলছে। নৈতিকতার শক্তি পরাস্ত হলে অনৈতিক পক্ষ বিজয়ী হয়, ফলে সে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। নৈতিকতার শক্তিকে সাহস জোগাতে, প্রবাল করতে যুগে যুগে ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, আইনকানুন, নানান উপায় ও উপলক্ষ নির্মাণ করে চলেছে। আইনের শাসন, বিবেককে আদালত, সুশাসন ও জবাবদিহির সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব যেখানে বেশি সংহম-সতিত্বে, সেখানে দুর্নীতি কম। আবার যেখানে পরিস্থিতি ভিন্ন সেখানে দুর্নীতি বেশি। বর্তমান বিশ্বে কোন দেশে ও অঞ্চলে সরকারি সম্পদ-সম্পত্তি-সৌভাগ্য 'অন্যায্যগিরি' অর্থনীতি, 'আত্মসাৎ অপবায়ের' অর্থনীতি-আর্থিকসহ নানান রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষর 'কেলেন্দারি' অর্থনীতি

ফুৎপাদাহের বেগবান ও বিদ্যমান সেসব সমাজে রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বিষবাষ্প বা দুর্নীতির দৃষ্টিকটু নানান পরিচয়ে পরিব্যাপ্ত। আর স্বয়ংক্রিয়ভাবে ঘটে এর সামাজিক বিস্তার।

'জনগণের জন্য', 'জনগণের দ্বারা' নির্বাচিত জনগণের সরকার' এ ধারণা ও দর্শনে জনগণই সব ক্ষমতার উৎস। প্রজাতন্ত্রেও এটিই সাফ কথা। এ নীতিবাক্যে ভালোকে জনগণের সম্পদ, দেশ ও অবনতির সার্টোজকত্বসহ সব স্বার্থ, নিরাপত্তা ও অধিকার, ক্ষমতা সবই সংরক্ষণের দায়িত্ব যেমন রাষ্ট্রের পক্ষে সরকারের ওপর বর্তায়, তেমনি দায়িত্বশীল আচরণের দরকষাকড়িও জনগণের। নির্বাচিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দলীয় সরকার দলমত নির্বিশেষে সব পক্ষের হয়ে যায়, 'কোনো প্রকার রাগ বা অনুরাগের বশবর্তী' হয়ে কোনো কর্মকাণ্ড পরিচালনা না করার শপথ সরকারের সাংবিধানিক দায়িত্বের পর্যায়ে পড়ে যায়। সেই শপথের বাত্যয়ও জনগণের সম্পদ ও স্বার্থ রক্ষার দায়িত্ব পালনে অপরাগ পরিবেশ-পরিস্থিতিকে অবতারণ রক্ষক থেকে ভক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হলে তা তুল্য হয় মহা দুর্নীতি (grand corruption) সমে। সে পরিস্থিতিতে গণতন্ত্রের মৌলিক মর্মমূলে আসে আঘাত। সাম্প্রতিক বিশ্বে কয়েকটি ছোট-বড় দেশে, অঞ্চলে ও অর্থনীতিতে চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছে নির্বাচিত কয়েকটি গণতান্ত্রিক সরকার। এসব সরকার নিজেই কালাকানুনের দুর্নীতির আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়ে গেছে। আমলাতন্ত্রর অলিখিতও ভাগ বসিয়েছে আত্মসাতে উন্মুখ দুর্নীতিবাজ নীতিনির্ধারক, জনগণের ভাগ্য বিধায়ক সরকার। তাদের সাফল্যে মনে হয়ে গেছে সীমাহীন দুর্নীতিতে, সেখানে ব্যাহত হয়েছে উন্নয়ন আর নানান নেতিবাচক মনোযোগ এসে চিড় ধরিয়েছে জনগণের আস্থায়। এমন পরিস্থিতিতে কোথাও কোথাও উদ্ভব হয়েছে জিঘাংসা ও পন্থার। দেখা গিয়েছে গতকয়েক কারণে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পথ ও পন্থার সরকারের পতন বা পরিবর্তন ঘটেছে তাদের দুর্নীতিই বরবাদ শীর্ষ কারণ হিসেবে সামনে এসেছে। আবার দুর্নীতিই শীর্ষ নেতৃত্বকে ডুবিয়েছে।

দুর্নীতি নানান উপায়ে, প্রকারে ও ক্ষেত্রে হতে পারে। ছোটখাটো ব্যাপারে অন্যায়-অনিয়মকে না দেখার ভান করে প্রশ্রয় দিয়ে, সামান্য পারিতোষিক আদান-প্রদানের মাধ্যমে, দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত ব্যর্থতার দ্বারা গুচ্ছকে প্রগতির দুর্নীতি (petty corruption) হয়ে থাকে, আর ব্যাপক আকারে বৃহত্তর পরিসরে রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা অর্থের, আত্মসাৎ অবৈধ অর্জন কিংবা তছরুপের দ্বারা মহাদুর্নীতি (grand corruption) সম্পাদিত হয়ে থাকে। আর যদি সময় ও সমাজে নানান নিয়মনকানুনের বাত্যয় ঘটিয়ে যে দুর্নীতি তা পদ্ধতিগত দুর্নীতি (systemic corruption) বিশ্বাস, ধারণা, চিন্ত চেতনায় দুর্নীতির উপস্থিতি, এতে, প্রতিদ্বন্দিতকরণ করে যে দুর্নীতি তা নৈতিক দুর্নীতি (moral corruption) সালিশ বা বিচারব্যবস্থাকে প্রভাবিত করতে ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে বা ছলাকলা্র আশ্রয় নিয়ে যে দুর্নীতি তা আইনের দুর্নীতি (legal corruption)। এসব দুর্নীতির মধ্যে আছে আন্তঃসহযোগ, রয়েছে পরস্পর প্রক্ষুভততা।

রাষ্ট্রের প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত 'দুর্নীতিজাত অনুপার্জিত আয়'-এর উৎস, উপায় ও উপলক্ষ কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ বা বন্ধ করা। দুর্নীতিরোধে ভয়াবহ বেড়াজাল থেকে আইনের আওতায় 'মাশিন্দামুক্ত রাজাউদ্দিনের, ঘুসখোর সুশীল সেবক (আমলা) এবং যোজনাভঙ্গ/ফালতুজলাজারি/চোরকারবারি/ব্যাংক ঋণ লুটেরা ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের' অপরাধের শাস্তির বিধান করা হলে সমাজে ও অর্থনীতিতে একটা ইতিবাচক মেসেজ যাবে। জরিমানা ছাড়া, অত্যন্ত ক্রুশস্তব্ধ হাতে কর প্রদানের সুযোগ এবং "অর্থের উৎস নিয়ে আয়কর কর্তৃপক্ষকে অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ কোন প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারবেন না" জাতীয় বিধান ব্যবস্থা থাকলে দেশ, সমাজ ও অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশ্বখ্যাত অর্থনীতিবিদ জোসেফ স্টিগলিটজের কলমেস্ট "নৈতিক বিপদ"-এর উপস্থিতি হাড়ে হাড়ে টের পাওয়া যাবে। অবৈধভাবে অর্জিত অর্থ কষ্টার্জিত নয়। কোনো সম্পদ সৃষ্টি কিংবা সেবার বিনিময়ে এটি অর্জিত হয় না

বিধায় এই টাকা ব্যয়ের ক্ষেত্রেও চাহিদা সরবরাহ উপযোগিতা বাছবিচার চলে না বলেই এই অর্থ অবাধ খরচের ফলে মূল্যস্ফীতি কারণ ঘটিয়ে আর্থসামাজিক ভারসাম্যে বাত্যয় ঘটিয়ে থাকে। সমাজে অবৈধ আয়ের অর্থ অধিক ব্যয়ের চাকচিক্য সীমিত আয়ের মানুষদের কাছে দুসহ যন্ত্রণা ও মনবেদনার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সমাজে বৈষম্য সৃষ্টিতে অবৈধতার প্রতিযোগিতার পরিবেশে মেঘাবৃত দিতে হয় নীতি ও নৈতিকতার মূল্যাবোধেরই। দুর্নীতি 'দমন' কার্যক্রম মূলত দুর্নীতি হওয়ার পর তার কারণ অনুসন্ধান ও দণ্ডদায়িত্ব নির্ধারণের কার্যকলাপে নির্দেশ করে। এটি পোস্টমর্টেম ব্যবস্থার সমতুল্য। দুর্নীতি প্রতিরোধ বা প্রতিরোধের পরোক্ষ প্রেষণা বা সুযোগ ব্যতিষ্ঠ হলেও যথাসময়ে যথাযথ 'দমন' কার্যক্রমে অপরাপরতা বা বিলম্ব বা পক্ষপাতদুষ্টতাচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা দুর্নীতি এগিয়ে চলার ছলে অধিক বলে দুর্নীতি করার পরিবেশ সৃষ্টি হতে পারে। দুর্নীতি দমন সংস্থার নিজস্ব স্বাধীনতা, স্বচ্ছতা, দক্ষতা, প্রয়োগ কুশলতা প্রতিপন্ন হলে দুর্নীতি দমন দ্বিধান্বিত হতে পারে। দুর্নীতি হওয়ার পর শুধু নয়, দুর্নীতির উৎসগুলো প্রতিরোধের প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার আবশ্যকতা অনস্বীকার্য। কীভাবে, কেন দুর্নীতি হচ্ছে, কোন কোন অনুষঙ্গ এর জন্য দায়ী সেসব সমস্যা চিহ্নিত করে উপযুক্ত ও পর্যাপ্ত প্রতিবিধান প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বিকল্প নেই। এ ব্যাপারে সমাজে নৈতিক মূল্যবোধের বিশিষ্ট বিকাশ এবং এ ব্যাপারে নীতিনির্ধারকদের সহান্তায় ক্ষেত্রে সমাজ উন্নয়ন বীক্ষণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান, সুশীল সমাজ এবং মিডিয়ার ভূমিকা অগ্রগণ্য। বলা হয়ে পথ বীর দেওয়ার কথা ভাবার চাইতে সততার উৎস, অস্বচ্ছতার স্থান, গোপনদারীর যুক্তিকরণ অগ্রাধিকার আসা উচিত। সুতরাং দমনের চাইতে নিয়ন্ত্রণে, নিয়ন্ত্রণের চাইতে প্রতিরোধে, প্রতিরোধের চাইতে প্রতিশোনে বিশেষ মনোযোগ ও বিবেচনার আসা আবশ্যক হবে দুর্নীতি দমন তথা প্রেষণা প্রয়াসে।

সবার আগেই দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণে সবার সচেষ্ট হওয়া উচিত। দুর্নীতির করালগ্রাসে অর্থনীতি, সমাজ, সংসার দেশ সবখানে কলঙ্কিত হতে পারে, দেশ ও চরিত্রের সুনাম নষ্ট হলে তার পরোক্ষ-প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়া সবাইকে ভোগ করতে হয়। সুতরাং নিজে 'ভালো' থাকলেই যথেষ্ট নয়, অন্যরা মন্দ হলে নিজের ভালোত্ব টিকে থাকবে কতক্ষণ।

ড. মোহাম্মদ আবদুল মজিদ: সাবেক সচিব ও এনবিআরের সাবেক চেয়ারম্যান

মতামত লেখকের নিজস্ব